আওয়ামী লীগ এর 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র আদর্শ নিয়ে সংশয়

-নুরুজ্জামান মানিক

ইসলামী দলগুলোর সাথে 'সেক্যুলার' বলে কথিত আওয়ামীলীগের সাম্প্রতিক দহরম মহরম সত্যি আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। সম্প্রতি নেজামে ইসলামি পার্টির (একাংশ) চেয়্যারম্যান মুফতি ইজহারুল ইসলাম দাবি করেছেন যে, তিনি নাকি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী **শেখ হাসিনা**'র সঙ্গে সাক্ষাতকারকালে তাকে আওয়ামীলীগ এর 'ধর্মনিরপেক্ষ' মতবাদ সংশোধনসহ ১০টি প্রস্তাব দেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এর জবাবে তাকে নাকি বলেছেন,'ধর্মনিরপেক্ষ' মতবাদ ইতিমধ্যেই সংশোধন করা হয়েছে (সুত্রঃ দৈনিক আমারদেশ, ১৭ নভেম্বর ২০০৬,পৃ-১৬)। এর আগে ইনকিলাব কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি দলের সাথে আওয়ামী লীগ এর মিটিং, জনাব মিছবাহুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ইসলামি সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতাদের উপস্থিতি ও বক্তব্য দান ইত্যকার নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে মুফতি ইজহারের দাবিকে উড়িয়ে দেবার অবকাশ নেই।

আসলেই কি আওয়ামীলীগ তার 'ধর্মনিরপেক্ষ' মতবাদ সংশোধন করেছে? যদি তাই হয় তবে তাদের বর্তমান অবস্থান কি? ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বিসর্জন দিলে আওয়ামীলীগের সাথে বি এন পি'-এর আদর্শগত পার্থক্যটুকু থাকলোই বা কতটুকু? আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ কি একটু খোলাসা করে বলবেন?

আমরা জানি, আওয়ামীলীগ মূলত একটি বুর্জোয়া দল (খ্যাতনামা রাজনৈতিক বিশ্লেষক বদরুদ্দিন উমরের মতে, 'লুম্পেন বুর্জোয়া') এবং এই দলটির শ্রেনীগতভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র যথার্থ মিত্র হওয়া হয়তো সম্ভব নয় (হয়তো বলছি কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই)। কিন্তু আওয়ামীলীগ অন্তত মুখে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র কথা বলে।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' কি জিনিস সে বিতর্কে যাবার অবকাশ এখানে নেই। শুধু এটুকু বলা যায়, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' হচ্ছে রাস্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার একটা ইউরোপীয় রাজনৈতিক ধারণা এবং রাস্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করতে হবে এই ন্যুনতম রাজনীতি টুকু অন্ততঃ মৌখিকভাবে হলেও আওয়ামীলীগ গ্রহণ করে। এটি আওয়ামীলীগের সাধারণ কর্মীদের মাঝে একটা আদর্শ হিসেবে গৃহীত ।

এটা সত্য যে ,আজকে যারা আওয়ামীলীগার হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত তাদের একটা অংশ লুটেরা -সুবিধাবাদি। কিন্তু এটাই চূরান্ত সত্য নয়। এর বাইরেও দুইটি গ্রুপ রয়েছেঃ

ক) আওয়ামী লীগ এর ত্যাগী কর্মী -যারা ছেড়া লুঙ্গি গামছা বা শাড়ী পরে, না খেয়ে, কোন রাজনৈতিক সুবিধা/ফায়দা লুটার চেষ্টা না করে,ওয়ার্ক পারমিট, টেন্ডার পাবার আশা না করে, একটা আদর্শের জন্য এই দলটি করেন।

খ) আওয়ামী লীগ এর নিরব সমর্থক যাদের কোন রাজনৈতিক স্বার্থ নেই কিন্তু তারা এই দলটির সমর্থক কারণ প্রথমত :তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ভালবাসেন। দ্বিতীয়ত :তারা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-এর মতবাদে বিশ্বাস করেন। তৃতীয়তঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার গুরু মওলানা ভাসানির উত্তরসুরি হিসেবে জনগণকে নিয়ে রাজনীতি করার ধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রের ভুমিকা রেখেছেন যদিও তিনিই একনায়কতান্ত্রিক বাকশাল গঠন করেছিলেন।

উপরক্ত দুই গ্রুপের একটা প্রত্যাশা আছে আওয়ামী লীগের কাছে। আর সেটা হল 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর তাই, আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ কি একটু বলবেন ইসলাম পন্থিদের দাবি যদি সত্য হয় ,তবে আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক ন্যায্যতা কি এতে ক্ষুন্ন হচ্ছে না?

তাছারা,আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের অন্যতম রাজনৈতিক দাবি হল ‘ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা।’ যদি আওয়ামী লীগ সত্যই তাদের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ মতবাদ সংশোধন করে থাকে তবে তাদের উল্লিখিত দাবির যৌক্তিকতা থাকে কোথায় ?

অবশ্য বলা যেতে পারে এটি নিছক একটি নির্বাচনী কৌশল কিন্তু সেজন্য তাদের প্রধান আদর্শের ব্যাপারে সমজোতা করতে হবে ক্ষুদ্র ও সাইনবোর্ড সর্বস্বদলের স্বার্থে? এ ব্যপারে ১৪ দলের অন্তর্ভুক্ত বামনেতৃবৃন্দ এর বক্তব্য কি ? আওয়ামীলীগ সমর্থক সেক্যুলর বুদ্ধিজীবিদের কি মতামত ? (রচনাকাল-১৯ নভেম্বর ২০০৬)

* নুরুজ্জামান মানিকঃ ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক; মুক্তমনার সক্রিয় সদস্য।